নির্বাচন কমিশন বার্তা

বিশেষ সংখ্যা

www.ecs.gov.bd

৯ম বর্ষ | ৩৬ তম সংখ্যা | অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১৮

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সকল দলের অংশগ্রহণে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৮০ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৮৭টি আসন লাভ করে এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পায় ৭টি আসন। ৩০০ আসনের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ২৫৯টি, জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে ২০টি, বিএনপি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ৬টি, গণফোরাম ২টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ ২টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি ৩টি, তরিকত ফেডারেশন ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৩টি আসন লাভ করে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মত ৬টি আসনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে ৬৬ জন রিটার্নিং অফিসার, ৫৮২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার দায়িত্ব পালন করেন। মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৪০,১৮৩টি, মোট ভোটকক্ষ ২,০৭,৩১২ টি, মোট ভোটার ১০ কোটি ৪২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৭ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৫ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩১২ জন। মোট অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ছিল ৩৯টি, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৮৬১ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৮ জন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভা

এ সংখ্যায় যা আছে

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬ টি আসনে ইভিএম এ ভোটগ্রহণ
- বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং
- স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ইসির মতবিনিময়
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী অনুষ্ঠিত
- ইভিএম মেলা অনুষ্ঠিত
- নির্বাচনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশ নিয়োগ
- নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
- মাসিক সমন্বয় সভা
- 'Support to the Bangladesh Parliamentary Elections 2018/ 2019 (SBPE)' প্রকল্প

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন

সারা দেশে ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনি এলাকায় সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্সের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ০৮ হাজার। এর মধ্যে সেনাবাহিনী ছিল ৪১৪ প্লাটুন (৩৮৯টি উপজেলায়)। নৌবাহিনী ৪৮ প্লাটুন (১৮টি উপজেলায়), কোস্ট গার্ড ৪২ প্লাটুন (১২টি উপজেলায়), বিজিবি ৯৮৩ প্লাটুন এবং র‍্যাব প্রায় ৬০০ প্লাটুন। এছাড়াও মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্সের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ প্লাটুন (প্রায় ৬৫,০০০ জন)।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১২৩৮ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (আচরণবিধি প্রতিপালনের জন্য ৬৫২ জন অবশিষ্ট ৬৭৬ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্সের সাথে নিয়োজিত) ছিলেন। এছাড়া ৬৪০ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১২২টি ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটিতে ২৪৪ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত ছিলেন।

ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে ৪০ হাজার ১ শত ৮৩ জন প্রিজাইডিং অফিসার, ২ লক্ষ ০৭ হাজার ৩১২ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৪ জন পোলিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে সরাসরি দায়িত্ব পালন করেন।

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত স্থানীয় ১১৮টি পর্যবেক্ষক সংস্থার মধ্যে ৮১টি সংস্থার ২৫ হাজার ৯শত ২০ জন স্থানীয় পর্যবেক্ষককে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া FEMBoSA, AAEA, OIC ও কমনওয়েলথ হতে আমন্ত্রিত ও অন্যান্য বিদেশী পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, কূটনৈতিক/বিদেশী মিশনের কর্মকর্তা ৬৪ জন এবং বাংলাদেশস্থ দূতাবাস/হাইকমিশন বা বিদেশী সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশী ৬১ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর; যাচাই-বাছাই ২২ নভেম্বর, প্রত্যাহার ২৯ নভেম্বর এবং ভোটগ্রহণের দিন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ নির্ধারণ করা হয়।

পরবর্তীতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুন:নির্ধারিত তফসিল ঘোষণা করেন। পুন:নির্ধারিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ২৮ নভেম্বর, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ২ ডিসেম্বর, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ৯ ডিসেম্বর এবং ভোটগ্রহণ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ নির্ধারণ করা হয়।

জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি প্রত্যাশা করব, অনুরোধ করব এবং দাবি করব প্রার্থী এবং তার সমর্থক নির্বাচনি আইন ও আচরণবিধি মেনে চলবেন। প্রত্যেক ভোটার অবাধে এবং স্বাধীন বিবেকে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করবেন। নিজ নিজ এলাকার গণমান্য ব্যক্তি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবেন। পোলিং এজেন্টগণ ফলাফলের তালিকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। নির্বাচনি কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বেসরকারী ফলাফল ঘোষণা করছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ

অটল থাকবেন। নির্বাহী ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা, ভোটকেন্দ্র, ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনি কর্মকর্তা এবং এজেন্টগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। প্রত্যেক ভোটার যেন তার পছন্দসই প্রার্থীকে ভোট প্রদান করে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করার আহ্বান জানান ।

আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন ভবনের বেইজমেন্ট ২ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগে. জেনা. শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব). সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং দিচ্ছেন

সভায় মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনি আইন ও বিধি মেনেই সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন কর্মকর্তার জুরিসডিকশনে থাকা কোন এলাকায় নির্বাচনের দিন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণও এ সময় আইন-বিধি মেনে সবাইকে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের আগে অপপ্রচার ঠেকাতে নির্বাচন কমিশনকে ইন্টারনেটের গতি কমানোর জন্য একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা পরামর্শ প্রদান করেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি বলেন, নির্বাচনে মোবাইল ব্যাংকিং ও বিভিন্ন পরিবহনের মাধ্যমে টাকার লেনদেন হয়। তাই এসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র দেয়ার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেন।

নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন:

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সবদলের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত মোট ২৬টি নির্বাচনি তথ্য কণিকা প্রকাশ করা হয়। সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা,২০০৮; নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্বাচন কমিশন হতে জারীকৃত বিভিন্ন পরিপত্রের আলোকে এসব তথ্য কণিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়।

নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশ:

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রিয়ভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সংগ্রহ ও ঘোষণা করা হয়। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের দিন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ নির্বাচন ভবনের লনে কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সারাদেশ থেকে আসা একীভূত ফলাফল ঘোষণা করেন। ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে বিভাগওয়ারি নির্বাচনি ফলাফল আসতে থাকে। দেশের ৮ টি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে ৮ টি ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়। এছাড়া এখানে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সব বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, এফ এম রেডিও এবং জাতীয় পত্রিকার জন্য আলাদা স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। কেন্দ্রিয়ভাবে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রশিক্ষণ

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ সময়ে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ও মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার খগাখড়িবাড়ী, গয়াবাড়ী ও টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ৪৯১ জন প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৮১৮ জন পোলিং অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার

উন্নয়ন মেলায় ইভিএম প্রদর্শনী উপলক্ষে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ৬টি ব্যাচে মোট ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ০২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ উপলক্ষে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০২ অক্টোবর ২০১৮ হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে ৩২৫ জন সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার ও উপজেলা /থানা নির্বাচন অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে **"Election Management system (EMS), Candidate Information Management System (CIMS) এবং Result Management System (RMS) Software"** সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ৩০ অক্টোবর-২০ নভেম্বর পর্যন্ত ৫২টি ব্যাচে মোট ১,৩০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে উপজেলা/থানা ভিত্তিক অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (ToT) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ২৯ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৪টি ব্যাচে মোট ২০৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ৬৬ জন ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ৫৮১ জনকে প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২২/১১/২০১৮ তারিখে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সংক্রান্ত ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগ, মহাপুলিশ পরিদর্শক,পুলিশ কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক ও পুলিশ সুপারসহ ৮৫ জন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিফ্রিং শীর্ষক প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৭৩২ জনকে ২৯টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে "জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিফ্রিং" শীর্ষক প্রশিক্ষণে ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ২৬টি ব্যাচে মোট ৬৩৩ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে গঠিত নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটির ব্রিফিং শীর্ষক প্রশিক্ষণে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ১০টি ব্যাচে মোট ২৪১ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণের জন্য ১০,৫০০ জন মাষ্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ০৬ টি আসনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য জেলা /উপজেলা/থানা পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তা ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) সংক্রান্ত ৪৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ০৬ টি আসনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে ১৭,৭১৭ জন প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ করানো হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাঠ পর্যায়ে মোট ৬,৯২,৪৮১ জন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪৬,০০০ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অবাধ, সুষ্ঠু ও আইনসম্মত নির্বাচন পরিচালনার জন্য দক্ষ ও চৌকস নির্বাচন পরিচালনা টীম গড়ার লক্ষ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। মেধা ও মননে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সফল ও স্বার্থক করে তুলবে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব নিকস, মহাপরিচালক এনআইডি উইং। সমাপনী অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে শেষ করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬ টি আসনে ইভিএম এ ভোটগ্রহণ

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়। এদিন ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট নেওয়ায় ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। ইভিএম এ স্বল্প সময়ে ভোট প্রদান করতে পেরে ভোটাররা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ইভিএম এ ভোটপ্রদান প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ টি আসনের মধ্যে ৬ টি আসনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়। এ আসনগুলো হলো- রংপুর-৩, ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩, চট্টগ্রাম-৯, সাতক্ষীরা-২, খুলনা-২। এ ছয় আসনের ৪টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং দুইটিতে জাতীয় পার্টি জয় লাভ করে।

উল্লেখ্য, ইভিএম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি লে. কর্ণেল মোঃ কামাল উদ্দিন পিএসসি যোগদান করেন।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম-এ ডেমো ভোট গ্রহণ

বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসা বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ বিকেলে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রিফিং অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়া তুলে ধরেন ইসি সচিব। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মোট ভোটার সংখ্যা, ভোটের

প্রস্তুতি, ইভিএম এ ভোটগ্রহণ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন, সাধারণ ভোটার ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য তুলে ধরা হয়। ব্রিফিং শেষে বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী অনুষ্ঠিত

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিলকৃত মনোনয়নপত্রের উপর ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে শুনানী গ্রহণ করেন মাননীয় কমিশন। এবারের সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ৩ হাজার ৬৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে ৭৮৬টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়।

নির্বাচন ভবনের ১১ তলায় স্থাপিত বিশেষ এজলাসে বাতিলকৃত মনোনয়নপত্রের আপিল শুনানী করেন মাননীয় কমিশন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল হয়ে যাওয়া ৭৮৬টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে আপিল করেন ৫৪৩ জন প্রার্থী। শুনানী শেষে মাননীয় কমিশন ২৪৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হিসেবে রায় দিয়ে প্রার্থীতা ফিরিয়ে দেন।

স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ইসির মতবিনিময়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে ইসি। ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ সকালে নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ পর্যবেক্ষকদেরকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট আইন মেনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসময় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে তাদের নানা ধরণের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ইসির যুগ্মসচিব জনাব এস এম আসাদুজ্জামান।

ইভিএম মেলা অনুষ্ঠিত

জনসাধারণকে নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করে ভোটপ্রদান বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ইভিএম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিভিন্ন নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার বিষয়ে উপস্থিত স্টেকহোল্ডারদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

ইভিএম মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কেএম নূরুল হুদা। ইভিএম মেলায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও কর্মী, যুব সমাজের প্রতিনিধি, ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ইভিএম মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

নির্বাচনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশ নিয়োগ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মত গ্রাম পুলিশদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাথে সহায়তার জন্য নিয়োগ করা হয়। সারা দেশে ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪১,০০০ গ্রাম পুলিশের সদস্য নির্বাচনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করেন। তাদেরকে মোট ৪ দিনের জন্য নিয়োগ করা হয়।

কমিশনের পক্ষ থেকে সম্মানী বাবদ প্রত্যেক দফাদার দৈনিক ৬০০/-টাকা এবং মহল্লাদার ৫০০/- টাকা হারে ৮ কোটি ২২ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে নির্বাচন কমিশনের ০৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ, সচিব মহোদয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-৩৬/২০১৮

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- ভোটার স্থানান্তরকালে ভোটারের পূর্বের ভোটার তালিকা হতে নাম কর্তন করার পর নতুন এলাকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- ভোটার তালিকার ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা করে নির্ভুল ভোটার তালিকা মুদ্রণ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে ও অফিসে ব্যবহারের জন্য জেলা পর্যায়ে ০৫ সেট ভোটার তালিকা মুদ্রণ করতে হবে
- সংসদ নির্বাচন আচরণবিধিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে
  একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করতে হবে
- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ রেকর্ড ও প্রচারের বিষয়ে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার এর মহাপরিচালক এবং তথ্যমন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করতে হবে

কমিশন সভা নং-৩৭/২০১৮

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খসড়া প্রস্তুতপূর্বক কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে ইত্যাদি।

শোক সংবাদ

রাজশাহী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাচন অফিসার জনাব মোঃ নিয়ামুল ইসলাম গত ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ ভোরে নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যান। তিনি ১৯৮৮ সালে সরকারী চাকরীতে যোগদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গভীর শোক প্রকাশ করেন ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

মাসিক সমন্বয় সভা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং শাখাসমূহের নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়। সভাটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ।

সভায় জেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসের জন্য ভবন নির্মাণ, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস হতে হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণ সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণ, আইবাস++ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, ভোটার তালিকা মুদ্রণ ও যাচাই, জেলা নির্বাচন অফিসে সার্ভার স্থাপন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী অবমুক্তকরণ, নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

'Support to the Bangladesh Parliamentary Elections 2018/2019 (SBPE)' প্রকল্প

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'Support to Bangladesh Parliamentary Elections (SBPE) প্রকল্পের সহায়তায় 'Gender and Elections' শীর্ষক BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) অনুসরণপূর্বক ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাগুলো বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালাগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.) উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: এস এম আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব (জনসংযোগ); ই-মেইল: asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন: প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স: ৫৫০০৭৫৬৬, web: www.ecs.gov.bd